দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... FEB. 24.2000 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২ ......

18

মাতৃভাষা দিবসে যা করণীয় ছিল

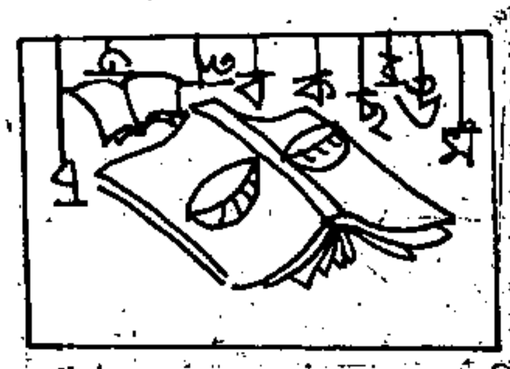

আমাদের মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এক বিদেশিনীর অভিযোগ ছিল "ভাষার জন্য বাঙালী প্রাণ দিতে পারে কিন্তু ভাষার জন্য পরিশ্রমে রাজি নয়।" ঢালাও মন্তব্য বলে বক্তব্যটাকে খারিজ করে দেয়া যায় না। কারণ ১৯৫২ থেকে ২০০০ সাল দীর্ঘ ৪৮ বছরে অনেক কিছুই করা যেত বাংলাভাষার উন্নয়নে। যুক্তি দেখানো যেতে পারে, ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পরের ১৯ বছর গেছে স্বাধিকার সংগ্রামে, যা পরিণতি পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তো ২৯টি বছর কেটেছে কিন্তু বাংলা- ভাষা-সাহিত্যের সম্মানজনক পরিচিতি বহির্বিশ্বে তুলে ধরার মতো কাজগুলো তো তেমন এগোয়নি। কেন এগোল না তার কারণ অবশ্য দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে অবিদিত নয়। দু'দশকেরও বেশি অগণতান্ত্রিক দুঃশাসনের আঁচ ভাষা-সাহিত্যের গায়েও কম লাগেনি। রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায় থেকেই ভাষার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে মূল্য দেয়া হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ দীর্ঘ সময়ের শাসকগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ছিল অগণতান্ত্রিক তো বটেই, বাঙালীর জাতীয় চেতনাবিরোধী। সেই দুঃসময় বাঙালী জাতি পেরিয়ে এসেছে কিন্তু দুর্বিনীত অপশক্তি এখনও ক্রিয়াশীল। তবে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছে বাংলাদেশে। নতুন প্রজন্ম বুঝতে পেরেছে পূর্ববর্তী প্রজন্মের আন্দোলন ও অর্জন ছিল কত যৌক্তিক এবং কত মহিমাময়। বাঙালী জাতীয়তাবাদবিরোধীদের মুখ এবার চুন হয়ে গেছে। কিন্তু এটুকু অর্জনই যথেষ্ট নয়। তার ওপর মহান একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়ে যাওয়ায় আরও কিছু দায়িত্ব বর্তেছে বাংলাদেশের বাঙালীর ওপর। প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে যা করণীয় ছিল তাও কি আমরা ঠিকমতো করতে পেরেছি?

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিকতা, ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং বাংলাভাষার ঐতিহ্যের পরিচিতি সময়মতো বিশ্ববাসীকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় যে খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইউনেস্কো সব দেশে চিঠি দিয়ে জানালেও বাংলাদেশ থেকে একুশের ওপর ইংরেজী ভাষায় লেখা কোন পুস্তক বা ভিডিও টেপ দেশগুলোতে পৌঁছায়নি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশন ১৭ জানুয়ারি চিঠি লিখে প্রামাণ্য পুস্তিকা ও ভিডিও টেপের জন্য অনুরোধ জানালেও তারা কিছুই পায়নি। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ইংরেজীতে টাইপ করা দেড় পৃষ্ঠার একটি লিফলেট জাতিসংঘ সদর দফতরে প্রেরণ করা হয়। অথচ পরিকল্পনা ছিল ইন্টারনেটে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের, একই সঙ্গে জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য, প্রামাণ্য চিত্র, পোস্টার পাঠানোর। কিন্তু পররাষ্ট্র, শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের গাফিলতির ও সমন্বয়হীনতার কারণে ঐ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা গেছে, ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশের ৬০টি দূতাবাসে ও মিশন দফতরগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে কিছু পোস্টার পাঠানো হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, কিন্তু যে কর্মকর্তারা পাঠিয়েছেন তাঁরাই স্বীকার করেছেন, এত অল্প সময়ে পোস্টারগুলো পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। একুশে ফেব্রুয়ারি কিছু পত্রিকায় ছোট একটি খবর ছিল– ২০ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য ও তথ্যচিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সিডি রম টিএ্যান্ডটি বোর্ডের ইন্টারনেট সার্ভারের মাধ্যমে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে দেয়া হয়। একইভাবে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরকারী ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের মিশনগুলোতে ফোন করে বলেছিল, ইন্টারনেট থেকে তথ্যগুলো ডাউনলোড করে নিতে।

একে নিছক দায়সারা দায়িত্ব পালন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ ২০ ফেব্রুয়ারিও যদি কোন মিশন তথ্য ডাউনলোড করতে পারে তাহলেও ২১ ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে তথ্যগুলো গুছিয়ে পাঠাতে পেরেছিল কি না সন্দেহ। না পারারই কথা। অথচ সময় যে একেবারে পাওয়া যায়নি তা নয়। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর উৎসব হয়েছে ডিসেম্বরে তার পরেও দু'মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে অন্তত ইন্টারনেটে তো আগেই ভাষা আন্দোলন ও বাংলাভাষা বিষয়ক তথ্যাদি পাঠানো উচিত ছিল। একটু উদ্যোগী হলে তথ্যগুলো সময়মতো পৌঁছে যেত বিভিন্ন দেশে। পৌঁছানো প্রয়োজনও ছিল, কারণ কেন ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে তা বিভিন্ন দেশের মানুষ জানতে চাইবেই। আমাদের এত উৎসাহ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও আমরা যে অন্যান্য দেশের মানুষকে সময়মতো জানাতে পারলাম না এটাকে ব্যর্থতা বলেই মূল্যায়ন করতে হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাভাষাকে আধুনিকায়ন অর্থাৎ প্রমিত বানান থেকে শুরু করে জাতীয় প্রমিত কি-বোর্ড, কম্পিউটার সফটওয়্যারে বাংলাভাষার ব্যবহার, মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় অনেক দিন ধরেই ঝুলে আছে। কম্পিউটার বাংলা-ভাষা বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। কিন্তু কাজ তো খুব বেশিদূর এগোয়নি। এবার শহীদ দিবসে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাভাষার সফটওয়্যার তৈরির বাধা দূর করার উদ্যোগের কথা জানা গেছে। সঙ্গে জুলাই মাসের মধ্যে ঢাকায় একটি ভাষা চর্চা ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথাও জানা গেছে। এ কেন্দ্রে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গবেষণা হবে। মহতী উদ্যোগ, কিন্তু বাংলাভাষার উন্নয়নে যে কাজগুলো আশুকরণীয় সেগুলো করার উদ্যোগও নিতে হবে। যেমন বাংলা ভাষাকে তথ্য-প্রযুক্তির উপযোগী করা এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও বাংলাভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে বিশ্বজনীন করার উদ্যোগ নিতে হবে এখন থেকে। বাঙালী ভাষার জন্য পরিশ্রম করে না এ বদনাম ঘোচাতে হবে।